ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1771-1788
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.400

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন

শুভেন্দু বোস, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপণ বিভাগ, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Cinema is a traditional art which has been snapping the social, cultural and political, values of people of the society. Film personalities specially directors and other creative collaborate stands and creatives closely behind the scenes work to showcase their artistic vision. Some of these film directors like Satyajit Ray, Raj Kapoor, Mrinal Sen, Hrishikesh and, Shyam Benegal, Yash Chopra etc. are already legendary.

Many women have emerged and succeeded for their skills as actors, writers, screen writer in the male-dominated film industry. But the presence of women behind the camera have been found comparatively less. There have been relatively few women film directors in India. There are Some of the India's pioneering female directors are Mira Nair, Kalpana Lajmi, Deepa Mehta, Anusha Rizvi, Rima Das. Undoubtedly Aparna Sen is one of the best among them. Acclaimed Indian movie actress, screenwriter and film director Aparna Sen is known for her creative work in Indian cinema. Most of her creativity have been in Bengali and Hindi, and also in English cinema.

As a female actor and director Aparna Sen's perspective of seeing the world is different from men. Aparna Sen's films have never been restricted to a modern or progressive ideological framework instead they make their way into breaking all the boundaries of a backward society. She has been playing an important role to pronote women's Empowerment by her film in the post-Independence era. She is well-known for her films that focus on women. Her women-centric films are a prominent example of how women telling women's stories has been revolutionary. Aparna Sen has masterfully addressed women's need, interest, suffering, desire, conflict and complexity through her films. In this article, I take a close look at some of her prominent works.

Keywords: Cinema, values, male-dominated, women directors, women-centric, revolution.

মানব জগতে চলচ্চিত্রের এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে। চলচ্চিত্র সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে মানবজগত চলচ্চিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকাল এই চলচ্চিত্র ছাড়া মানবজগত অস্তিত্বহীন। সিনেমা হল জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং মনোরঞ্জনের এক উপায় মাত্র।

বর্তমানে চলচ্চিত্রের এক নতুন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আভাস পাওয়া যায়। আর এই নতুন বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজ সম্পর্কিত অনেক ঘটনা, অনেক সমস্যা আজকাল ছবিতে স্থান পাচ্ছে। বর্তমানে সিনেমা সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের যোগসূত্রের বন্ধন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সিনেমাজগত সমসাময়িক সমাজে মানুষ এবং মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে।

গত বেশ কিছু বছরে ছায়াছবির রীতি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়বস্তুর পরিধি বেড়েছে অনেক। বলার রীতি, ক্যামেরার ব্যবহার, ***সম্পাদনা***র কায়দা কানুন সবই বদলেছে। এই বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে আবহসংঙ্গীতের উপস্থাপন, অভিনেতা- অভিনেত্রীদের সংলাপ, অভিনয়ের রীতি, ক্যামেরার ও শব্দের ব্যবহার , ছবির ছন্দ ও লয়। সবকিছুই ছবির ভাব প্রকাশে সহায়তা করে। এই সমস্ত উপাদান একটি সিনেমাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ করে।

গত চার দশক ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন নারী হলেন অপর্ণা সেন। একজন অভিনেত্রী হিসাবে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন মাত্র ষোলো বছর বয়সেই। তিনি প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের **'সমাপ্তি'** (১৯৬১) সিনেমায় অভিনয় করেন। প্রথম ছবিতে তিনি তার প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। সত্যজিৎ রায়ের **'তিনকন্যা'** (১৯৬১) সিনেমায় অভিনয় করার পরই মৃণাল সেনের সিনেমা **'আকাশ কুসুম'** (১৯৬৫) সিনেমায় অভিনয় করেন। পরর্বতীকালে এই সিনেমাই **'মনজিল'** নামে তৈরি হয় যেখানে তিনি সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন এবং মৌসুমী চ্যাটার্জির সঙ্গে কাজ করেন। এছাড়া অভিনেত্রী হিসাবে **'অপরাজিত'** সিনেমায় অভিনয় করেন। **'অপরাজিত'** সিনেমা অপর্ণা সেনের কমার্শিয়াল হিসাবে সাফল্য লাভ করে। এরপর তিনি **'বসন্ত বিলাপ'** সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং মিস ক্যালকাটা নামে পরিচিত হন। এইভাবে ধীরে ধীরে সেন নিজেকে বাংলা সিনেমা জগতে প্রতিষ্ঠা করেন। পরর্বতী প্রজন্মে তিনি দুই দশক ধরে প্রচুর সিনেমা করেন। মোটামুটি ৩০টি আর্ট এবং কমার্শিয়াল সিনেমা করেন বাংলা, হিন্দি, ও ইংরাজি সিনেমায়। এছাড়া তার জনপ্রিয় সিনেমাগুলির মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল **'শ্বেতপাথরের থালা'** , **'জনঅরণ্য**, **'যুগান্তর'** প্রভৃতি। ৭০ র এবং ৮০ র দশকে তিনি বাংলা সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সেই সময়ে তার হিট জুটি ছিল বাংলার মহানায়ক উত্তমকুমার এবং বিখ্যাত তারকা সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে। তিনি খ্যাতনামা পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে কাজ করেন **'১৯শে এপ্রিল'** সিনেমায় এবং নিজের অসামান্য পরিচয় তৈরি করেন। তিনি থিয়েটার জগতে তার অসামান্য অভিনয়ের জন্য অফুরন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছেন সমালোচকদের কাছ থেকে। তিনি মার্চান্ড আইভরি প্রোডাকসনের সঙ্গে কিছু ইংরাজি সিনেমায় কাজ করেন।এছাড়া তিনি প্রচুর হিন্দি সিনেমা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **'একদিন আচানাক',** 'কোতয়াল **সাহেব'**, **'বিশ্বাস'** প্রভৃতি। এইসব সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করে আমাদের দর্শকদের প্রচুর সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

অপর্ণা সেন তার অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রমান রাখেন একজন পরিচালিকা হিসাবে। তিনি সিনেমার কাজ করতে করতে ১৯৮১ সালে পরিচালিকা হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম এক বাঙালি পরিচালিকা এবং অসামান্য অভিনেত্রী হলেন অপর্ণা সেন। চলচ্চিত্রের সঠিক উন্নয়ন, শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের বিকাশে তার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে যেমন অভিনেত্রী তেমনি আর একাধারে শ্রেষ্ঠ পরিচালিকা। শিল্প ভাবনার মাধ্যম

হিসাবে তিনি চলচ্চিত্রকে নিজস্ব আঁধারে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যা বিশ্বের চলচ্চিত্রের দরবারে এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছে।

২০বছর ধরে সিনেমা জগতে অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করার পর তিনি পরিচালিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে তথ্যকে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পরিবেশন করা যায় তা বাস্তবায়িত করে তার অসাধারণ সিনেমা ৩৬ চৌরঙ্গী লেন (১৯৮১) সিনেমার মাধ্যমে। এই সিনেমা দ্বারা তিনি তার সুদক্ষ পরিচালিকার প্রমান দেন। এছাড়া 'সতী', 'পরমা', (১৯৮৪), 'পারমিতার একদিন'(২০০০), 'মিস্টার অ্যন্ড মিসেস আইয়ার'(২০০১), 'পার্ক এভিনিউ'(২০০৫), 'জাপানিস ওয়াইফ'(২০১০), 'ইতি মৃণালিনী'(২০১১) এবং 'সোনাটা' প্রভৃতি সিনেমাগুলির মাধ্যমে তিনি একজন অসামান্য পরিচালিকার প্রমান রাখেন। তিনি অনেক সিনেমা পরিচালনা করে আমাদের প্রচুর সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

রক্ষণশীল মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি প্রায়শই গুরুত্ব পেয়েছে তার নির্মিত সিনেমাগুলিতে। এছাড়া তিনি সানন্দা নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকার এডিটার হিসাবে কাজ করেন। সব মিলিয়ে অপর্ণা সেন হলেন 'Rare combination of Beauty & Brain' র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গবেষণার বিষয়বস্তু :

"The means of saving bengali cinema from the hands of directers is not mine. my job is to work hard & come up with my best"...

স্বাভাবিক সিদ্ধ স্বচ্ছতায় জানিয়েছেন অপর্ণা সেন। নিজের কাজের মধ্যে তিনি তার কঠোর পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন বারবার এবং এগিয়ে গেছেন সিনেমা জগতে। তিনি তার সিনেমায় অভূতপূর্ব অভিনয়ের জন্য আজ সকলের কাছে প্রিয়। তার অসাধারন অভিনয়ে তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে এবং তিনি সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজের কঠোর পরিশ্রমের জন্য তিনি সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অর্জন করেছেন সেরা অভিনেত্রীর সন্মান। তিনি নিজেকে শুধুমাত্র অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে থেমে যাননি, অভিনেত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন আন্তর্জাতিক মানের পরিচালিকাও। তিনি আজ চলচ্চিত্র জগতে হয়ে উঠেছেন সকলের প্রেরণা।

অপর্ণা সেন হলেন বহুমুখী সম্পন্ন ব্যক্তির অধিকারী। অপর্ণা সেনের সিনেমায় সমাজে নারীর অধিকার ও সন্মান রক্ষার ব্যাপারটা বার বার উঠে এসেছে। তার পরিচালিত সিনেমায় নারী মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ নারীই ছবির নায়ক। ভারতের মত পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে যেখানে ছেলেরা সিনেমার নায়ক থাকত সেখানে অপর্ণা সেনের সিনেমায় নারীরা এগিয়ে তাদের কে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সিনেমার গল্প। নারীরা সিনেমার মুখ্য ভুমিকায় অভিনয়ে থাকে। তারা কোন অংশে পিছিয়ে নয় এবং তারাও তাদের ইচ্ছে মত জীবন কাটাতে পারে তা প্রমাণিত করেন নিজের সিনেমা গুলির দ্বারা। নারী চরিত্র কেন্দ্রিক সিনেমার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষে এক নারীবাদী চিন্তা ধারার পথকে প্রশস্ত করে। তিনি বাংলার পাশাপাশি হিন্দি, ইংরাজী, এবং জাপানি প্রভৃতি ভাষায় সিনেমা করেন। তিনি সিনেমা জগতে নিউ ওয়েব এবং প্যারালাল সিনেমার সংমিশ্রন ঘটান। তিনি জাতীয় পুরুষকার ও সম্মানের পাশাপাশি বহু আন্তর্জাতিক সন্মান পেয়েছেন। এই গবেষণা পত্রে অপর্ণা সেন সংক্রান্ত যে যে দিক গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নলিখিত-

ক) অপর্ণা সেন তার পরিচালিত সিনেমায় নারী চরিত্রকে বিভিন্নরূপে বারংবার তুলেছে ধরেছেন। অপর্ণা সেন তার চলচ্চিত্রে বারবার নারীর অধিকার, লড়াই অবহেলা অত্যাচারের কথা তুলেছে ধরেছেন।

খ) একাধারে তিনি অভিনেত্রী, পরিচালিকা এবং চিত্র নাট্যকার। বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছেন।

গ) অপর্ণা সেনের সিনেমা গুলি কেন অন্যান্য পরিচালক দের থেকে আলাদা।

ঘ) অপর্ণা সেনের সিনেমাগুলো সব শ্রেণীর সব ধরণের দর্শকদের জন্য সর্বত্র সমাদৃত।

ঙ) অপর্ণা সেনের সিনেমার স্ক্রীপ্ট সকল পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকারদের থেকে ভিন্ন। যা সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

চ) সেনের চিন্তাভাবনার র এই ব্যতিক্রমতাই তাকে বহুমুখী প্রতিভার পদে উন্নীত করে।

ছ) তার আধুনিক চিন্তা ধারার প্রমান পাওয়া যায় তার অভিনয় এবং তার পরিচালিত সিনেমা গুলিতে।

জ) অপর্ণা সেনের সিনেমাগুলি পরিবার সচেনতামূলক হয়ে থাকে। নিত্যদিনের ঘটনাকে তিনি অতি সাধারন ভাবে তুলে ধরেন তার সিনেমা গুলিতে।

ঝ) অপর্ণা সেন সিনেমা গুলিতে সম্পর্কের জটিলতা ও সম্পর্কের বাঁধন ক্রমশ প্রকাশ্য।

ঞ) অপর্ণা সেনের ছবিতে মহিলা কেন্দ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়।

ট) তার সিনেমায় মহিলাদের খুবই শক্তিশালী হিসাবে দেখান হয় পুরুষদের তুলনায় অর্থাৎ মহিলা চরিত্রের প্রাধান্য বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তারাই সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

গবেষনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

বাংলার তথা বিশ্বের গর্ব অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অপর্ণা সেন আজ সকল নারীর প্রেরণা। তার আধুনিক চিন্তাভাবনা, শিল্পী মনোভাব তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সিনেমা জগতে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সকল কে অনুপ্রেরণা যোগায় বড় হওয়ার এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার।

অপর্ণা সেন প্রতিটি মেয়ের আদর্শ। মেয়েদের সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা প্রগতির পথ প্রশস্ত করার জন্য সিনেমা মাধ্যমটিকে বেছে নিয়ে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তা অনবদ্য এবং লক্ষণীয়। এই গবেষনার মাধ্যমে দেখাতে চাইছি যে কিভাবে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে অপর্ণা সেনের মত অন্যান্য মেয়েরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার দৌড়ে লেগে রয়েছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল –

- বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং অন্যান্য পরিচালকদের সৃষ্ট নারী চরিত্রে অপর্ণা সেনের অভিনয় আলোচনা এই গবেষণার প্রথম বিষয়।
- ৮০র দশকের পর যখন সিনেমার মান যখন নিম্নগামী তখন সিনেমা কেবলই নারী বর্জিত ও পুরুষ বেষ্টিত হয়ে উঠতে থাকে, এমন সময়ে বাধা ধরা চিন্তাধারা বিপরীত গতিপথে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রূপায়নে অপর্ণা সেন নির্মিত চলচ্চিত্র গুলি কতটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে তা আলোচনা করাই এই গবেষণার দ্বিতীয় বিষয়।
- পরিচালিকা অপর্ণা সেন তার ছবিতে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারী চরিত্র মননের দিকে জোড় দিয়েছেন। সমাজে নারী এবং পুরুষ সকলের অধিকার সমান এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা নিয়ে পর্যালোচিত করা এই গবেষণার তৃতীয় বিষয়।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের সৃষ্ট নারী চরিত্রের ক্রমপরিবর্তন ধারা কিভাবে আন্তর্জাতিক সিনেমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা পর্যালোচনা করা এই গবেষণার চতুর্থ বিষয়।

- নারী হিসাবে সেন কতটা উন্মুক্ত, নির্ভিক, যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এই সকল সৃষ্টির জন্য পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে ব্যতিক্রমী সেন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এই গবেষণার পঞ্চম বিষয়।
- এছাড়া পরিকল্পনা পত্রটির সাপেক্ষে গৃহিত বিশেষজ্ঞের মতামত ও জনসাধারনের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কের পর্যালোচনা এই গবেষণার অন্তিম বিষয়।

গবেষণার পদ্ধতি : এই গবেষণা পত্রটি মূলত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে অপর্ণা সেনের অগ্রণী অবদান পর্যালোচনা করার লক্ষে প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিচালিকা অপর্ণা সেন সৃষ্ট নারী চরীত্রগুলিকে সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় কতটা বাস্তবিকতা দান করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর আলোকপাত করেছে এবং নির্বাচিত আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীতাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে গবেষণার প্রয়াস করেছে। এই গবেষণা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় যেমন-

বিষয় সূচির বিশ্লেষণ : বিষয় সূচির বিশ্লেষণ অর্থাৎ মুখ্য উৎসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যার ভিক্তিতে গবেষণা। বিষয় সূচির ভিত্তিতে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রুপায়নে অপর্ণা সেন এর সার্থকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা। বিশ্বের গর্ব অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অপর্ণা সেন আজ সকল নারীর প্রেরণা। তার আধুনিক চিন্তাভাবনা, শিল্পী মনোভাব তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সিনেমা জগতে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সকলকে অনুপ্রেরণা যোগায় বড় হওয়ার এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। অপর্ণা সেন প্রতিটি মেয়ের আদর্শ। মেয়েদের সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা প্রগতির পথ প্রশস্ত করার জন্য সিনেমা মাধ্যম টিকে বেছে নিয়ে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তা অনবদ্য এবং লক্ষণীয়। এই গবেষণার মাধ্যমে দেখাতে চাইছি যে কিভাবে সমাজে অপর্ণা সেনের মত অন্যান্য মেয়েরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার দৌড়ে লেগে রয়েছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল – বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং অন্যান্য পরিচালক দের সৃষ্ট নারী চরিত্রে অপর্ণা সেনের অভিনয় আলোচনা এই গবেষণার প্রথম বিষয়। ৮০র দশকের পর যখন সিনেমার মান যখন নিম্নগামী তখন সিনেমা কেবলই নারী বর্জিত ও পর্বতবেষ্টিত হয়ে উঠতে থাকে, এমন সময়ে বাধা ধরা চিন্তাধারা বিপরীত গতি পথে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রূপায়নে অপর্ণা সেন নির্মিত চলচ্চিত্র গুলি কতটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে তা আলোচনা করাই এই গবেষণার দ্বিতীয় বিষয়। পরিচালিকা অপর্ণা সেন তার ছবিতে নারীর ক্ষমতায়ণ বা নারী চরিত্র মননের দিকে জোড় দিয়েছেন। সমাজে নারী এবং পুরুষ সকলের অধিকার সমান এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা নিয়ে পর্যালোচিত করা এই গবেষণার তৃতীয় বিষয়। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের সৃষ্ট নারী চরিত্রের ক্রম পরিবর্তন ধারা কিভাবে আন্তর্জাতিক সিনেমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা পর্যালোচনা করা এই গবেষণার চতুর্থ বিষয়। নারী হিসাবে সেন কতটা উন্মুক্ত, নির্ভীক, যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এই সকল সৃষ্টির জন্য পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে ব্যতিক্রম সেন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এই গবেষণার পঞ্চম বিষয়। এছাড়া পরিকল্পনা পত্রটির সাপেক্ষে গৃহিত বিশেষজ্ঞের মতামত ও জনসাধারণের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কের পর্যালোচনা এই গবেষণার অন্তিম বিষয়। গবেষণার পদ্ধতি এই গবেষণা পত্রটি পরিচালিকা অপর্ণা সেন সৃষ্ট নারী অগ্রাধিকারগুলিকেও বাংলা চলচ্চিত্র জগতে কতটা বাস্তবতা দান করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর আলোকপাত করেছে এবং নির্বাচিত আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার লক্ষ্যে গবেষণার প্রয়াস করেছে। এই গবেষণা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় যেমন- বিষয় সূচি

বিশ্লেষণ- অর্থাৎ মুখ্য উৎসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ভিত্তিতে গবেষণা। বিষয় সূচির ভিত্তিতে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রুপায়নে অপর্ণা সেন এর সার্থকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা, যথা:-

- অভিনেত্রী হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের অবদান
- পরিচালিকা হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের অবদান
- একজন চলচ্চিত্র কার হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের সার্বিক অবদান ও প্রাপ্তি।

পূর্বানুমান : ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম এক বাঙালী পরিচালিকা ও আসামান্য অভিনেত্রী হলেন অপর্ণা সেন। চলচ্চিত্রের সঠিক উন্নয়ন, শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের বিকাশে তার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধুমাত্র অভিনেত্রী ও পরিচালক নন, তিনি হলেন চলচ্চিত্র ও শিল্পের অনন্য দার্শনিক। শিল্প ভাবনার মাধ্যম হিসাবে তিনি চলচ্চিত্রকে তার নিজস্ব আঁধারে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যার সব দিকেই বিশ্বে চলচ্চিত্র দরবারে এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছে। এককথায় বলা যেতে পারে অপর্ণা সেন এক অনন্য ও সার্থক অভিনেত্রী। এই গবেষণা পত্রটিতে ভারতীয় সিনেমায় তার অবদান পর্যলোচনা করা হবে।

কমার্শিয়াল সিনেমার বাড়বাড়ন্তের যুগে কেবলমাত্র নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটা গোটা বাংলা সিনেমা তৈরী হয়েছে এমন নজির হাতে গোনা। যদিও কিছু ব্যাতিক্রম লক্ষ্যনীয়। প্রযোজকের ব্যবসায়ী বুদ্ধির অমতে স্রোতের বিপরীত ধারায় নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন অনেকেই, তবে এদের মধ্যে যে সর্বকালের সেরা নক্ষত্রটি হলেন অপর্ণা সেন, তা বলায় বাহুল্য। ১৯৬৮ সালে তাঁর মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ৩৬ চৌরঙ্গী লেন এর মধ্য দিয়ে তিনি যে নারীকেন্দ্রীক চিত্ররুপায়ণের পথ প্রসস্থ করেছিলেন তা তাঁর চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ থেকে প্রমাণিত। তাঁর এই সৃষ্টি বর্তমানে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজে এবং নারীকেন্দ্রীক চিত্র রুপায়নে আগ্রহী পরিচালকের কাছে যে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারছে তা এই গবেষণা পত্রটির আলোচনার অন্যতম বিষয়, আর একদিকে এই আলোচনা যেমন সমাজ সচেতনতার একটি আনুমানিক রুপরেখা প্রমাণ করতে পারে বলে এই প্রকল্পটির অনুমান অন্যদিকে আগামী দিনে এটি আর ও উন্নত গবেষণা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে অনুমান।

অভিনেত্রী অপর্ণা সেন - এক উজ্জ্বল চলচ্চিত্র নক্ষত্র : চলচ্চিত্র সমলোচক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা চিদানন্দ দাসগুপ্ত এবং সুপ্রিয়া দেবির কন্যা অপর্ণা সেন হলেন একজন খ্যাতনামা তারকা। তিনি তার আসামান্য অভিনয়ের দ্বারা বিভিন্ন পরিচালক, সমালোচক এবং দর্শকদের মুগ্ধ করেন এবং ক্রমেই এক উজ্জ্বল চলচ্চিত্র নক্ষত্রে পরিনত হন। অপর্ণা সেন একজন অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রী যিনি শুধুমাত্র তার কাজের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র জগতে স্বপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৬০-৭০ দশকের একজন নামী অভিনেত্রী। তিনি ৮টি BFJA পুরষ্কারে পুরষ্কৃত হন। একটি লাইফটাইম অ্যচিভমেন্ট পুরষ্কার পান। তিনি তার অসাধারন প্রতিভার জন্য জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন। তিনি ১৯৮৭ সালে পদ্মাশ্রী ,দ্যা ফরথ হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান পুরষ্কার পান সরকারের তরফ থেকে। তিনি তার অভূতপূর্ব অভিনয় র জন্য অফুরন্ত প্রসংশা কুড়িয়েছেন।

গত চার দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ তারকাদের মধ্যে এক অনন্য অভিনেত্রী হলেন অপর্ণা সেন। তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাংলা সিনেমা জগতের পাশাপাশি সারা ভারতের অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার কর্মজীবন শুরু করেন একজন অভিনেত্রী হিসাবে। অপর্ণা সেন ১৯৬১ সালে প্রথম অভিনয় জীবনে পা দেন। সত্যজিত রায়ের তিনকন্যা সিনেমার সমাপ্তি তে মৃন্ময়ীর চরিত্রে

অভিনয় করে দর্শকদের নজর কারেন এবং জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন। তারপর তাকে আর কখন পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

কলেজে পড়াকালীন তিনি সত্যজিত রায়ের সাথে অনেক সিনেমা করেন। সত্যজিত রায়ের সঙ্গে 'পিকু' (১৯৮১) নামে একটি শর্ট ফিল্ম করেন যেখানে তিনি এক বউ র এবং মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। সত্যজিত রায়ের সাথে সিনেমা করতে করতে তিনি ১৯৬৫ সালে মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' সিনেমায় অভিনয় করেন পরবর্তীকালে এই সিনেমা 'মনজিল' নামে তৈরি হয়। যেখানে তিনি সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, মৌসুমি চ্যাটার্জীর সঙ্গে অভিনয় করেন। এই সিনেমার জন্য তিনি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রী খেতাব অর্জন করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বাংলা সিনেমা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ১৯৭০ এ একজন সেরা অভিনেত্রী হিসাবে নিজের পরিচয় তৈরি করেন এবং অসামান্য অভিনেত্রীর পর্যায় নিজেকে উন্নীত করেন। তারপর তিনি অপরাজিত সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে সলিল দত্তের ফিল্ম অপরাজিত সিনেমায়ে সেন প্রথম বাংলা কমার্শিয়াল সিনেমা হিসাবে জারনালিস্ট অ্যসোসিয়েসান খেতাব সেরা অভিনেত্রী রুপে অর্জন করেন ৭০র দশকে অপর্ণা সেনের জুটি ছিল কলকাতার মহানায়ক উত্তমকুমার এবং বিখ্যাত তারকা সৌমিত্র চ্যাটার্জী। অপর্ণা সেন তার পরবর্তী জীবনে 'সুজাতা' (১৯৭৫), 'জন অরণ্য' (১৯৭৬) 'একান্ত আপন'(১৯৮৮), প্রভৃতি সিনেমাগুলি করেন। ১৯৭৩ সালে কমেডি সিনেমা 'বসন্ত বিলাপে' অভিনয় করেন যেখানে তিনি সৌমিত্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে কাজ করেন। তিনি তার অভিনয় ও কমেডি দ্বারা দর্শকদের মন জয় করেন। তিনি এই সিনেমার অতি জনপ্রিয় গান 'আমি মিস ক্যালকাটা'-এই গানে চমকপ্রদ অভিনয় ও জনপ্রিয়তার দ্বারা 'মিস ক্যালকাটা নামে পরিচিতা লাভ করেন। এছারা তিনি প্রচুর সিনেমায়ে অভিনয় করেন 'মেম সাহেব'(১৯৭২), 'সোনার খাঁচা'(১৯৭৩),'শ্বেতপাথরের থালা' (১৯৯২), 'রাগে অনুরাগে' (১৯৭৫), 'জীবন স্কৈত', 'আলোর ঠিকানা', 'জয়জয়ন্তী', 'ছুঁটির ফাঁদে', 'ইন্দিরা'(১৯৮৪) প্রভৃতি সিনেমার জন্য সমলোচকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুঁড়িয়েছেন। তিনি বাংলার পাশাপাশি প্রচুর হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি সিনেমা হল 'ইমান ধরম'(১৯৭৭) অমিতাভ বচ্চন, শশী কাপুর, সাঞ্জিব কাপুর,এবং রেখার সঙ্গে অভূতপূর্ণ অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রী হিসাবে সাক্ষ্য বহন করেন। এছাড়া 'সাগিনা' 'কোতয়াল সাহেব' প্রভৃতি সিনেমায় কাজ করেন। এছাড়া তিনি বেশ কতকগুলি ইংরেজি ভাষার সিনেমা করেন। তিনি বাঙালি নায়িকাদের মধ্যে একজন যিনি আইভরি প্রডাকশানের সঙ্গে কিছু ইংরেজি সিনেমায় অভিনয় করেন যেমন 'মার্চান্ড আইভরি', 'বোম্বে টকিস' (১৯৭০),এবং 'হুলাবালো অভার জর্জ অ্যান্ড বনিস পিকচারস' (১৯৭৮) প্রভৃতি। একজন অভিনেত্রী হিসাবে অপর্ণা সেনের সবচেয়ে দর্শক সমাদৃত ছবি হল বিশিষ্ট পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের '১৯শে এপ্রিল'। সহ অভিনেত্রী চরিত্রে অভিনয় করতে মুখ্য চরিত্রের মতোই তিনি যথার্থই সাবলিল। ২০০৯ সালে অপর্ণা সেন শর্মিলা ঠকুর এবং রাহুল বোসের সঙ্গে অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরির বাংলা সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং জাতীয় পুরুষ্কারের সন্মানে সন্মানিত হন। সেন তার পরিচালিত বেশ কিছু সিনেমায় সহ অভিনেত্রী রুপে কাজ করেন এবং উল্ল্যেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। তাদের মধ্যে 'পারমিতার একদিন' (২০০০) বাংলার হিট ছবির মধ্যে একটি। এই ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অনেকগুলি পুরষ্কারে পুরষ্কৃত হয়। সেরা বাংলা সিনেমা হিসাবে জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন। ইতি মৃণালীনি সিনেমায় সেন তার অফ স্ক্রিন কন্যা কঙ্কনা সেন শর্মার সঙ্গে অভিনয় করেন। অপর্ণা সেন তার নিজের সিনেমায় অভিনয় করে প্রমান রাখেন যে তিনি এক অনন্য সৃষ্টিকর্তা ও সার্থক অভিনেত্রী। বর্তমান দিনের অভিনব পরিচালক সৃজিত মুখার্জীর সঙ্গে কাজ করেন চঃতুষ্কোন সিনেমায়ে সহ অভিনেত্রী রুপে কাজ করেন।

বিগত চার দশক ধরে অপর্ণা সেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আজ সমান ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। বাংলা তথা সারা ভারতে অভিনেত্রী হিসাবে তার অবদান অনবদ্য। জাতিয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে শিল্পের এক অভূতপুর্ব রুপকার হলেন শিল্পী অপর্ণা সেন।

অভিনেত্রী অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্র তালিকা :

চলচ্চিত্র	বছর	চলচ্চিত্র	বছর
শাবানা	২০০২	জন অরণ্য	১৯৭৬
তিতলি	২০০২	রাগ অনুরাগ	১৯৭৫
ঘাট	২০০০	আসাতি	১৯৭৪
পারমিতার এক দিন	২০০০	যদু বংশ	১৯৭৪
গাচ	১৯৯৮	সাগিনা	১৯৭৪
আমোদিনী	১৯৯৪	বসন্ত বিলাপ	১৯৭৩
উনিশে এপ্রিল	১৯৯৪	কেয়া হিনের কাহিনী	১৯৭৩
মহাপৃথিবী	১৯৯২	সোনার খাচা	১৯৭৩
শেঠ পাথারের থালা	১৯৯২	খুঞ্জে বেরাই	১৯৭১
সুন্দর কাণ্ড	১৯৯২	অরন্য'র দিন রাত্রি	১৯৭০
নজান গন্ধর্বণ	১৯৯১	বাক্স বাদল	১৯৭০
এক দিন আচনক	১৯৮৯	কলঙ্কিতা নায়ক	১৯৭০
শ্যাম সাহেব	১৯৮৬	অপরাচিত	১৯৬৯
পারোমা	১৯৮৪	গুরু	১৯৬৯
বিষবৃক্ষ	১৯৮৩	বিশ্বাস	১৯৬৯
ইন্দিরা	১৯৮৩	হাংসা-মিথুন	১৯৬৮
নাউকাডুবি	১৯৭৯	আকাশ কুসুম	১৯৬৫
ইমান ধরম	১৯৭৭	কিশোর কন্যা	১৯৬১
কোতোয়াল সাব	১৯৭৭		

পরিচালক অপর্ণা সেন – চিত্রনির্মাণ দক্ষতা ও অভিনভত্ব: ১৯৮১ সালে অপর্ণা সেন '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' সিনেমার মাধ্যমে পরিচালনার জগতে পদার্পণ করেন। শুধু পরিচালকই নয় এই সিনেমার চিত্রনাট্যকারও ছিলেন তিনি। শশী কাপুর এই সিনেমাটির প্রযোজক ছিলেন। এই চলচ্চিত্র তাঁকে সেরা পরিচালক বিভাগে জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছিল। এই সিনেমাটি ম্যানিলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্র্যান্ড প্রিক্স পুরস্কারও জিতেছিল। এই সাফল্যের পর তিনি আর থেমে থাকলেন না। একের পর এক সিনেমা পরিচালনা করতে থাকলেন এবং অসাধারণ জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিতর্কের সূত্রপাতও হল তাঁর ছবির বিষয়কে কেন্দ্র করে। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিনেমা হল, 'পরমা' (১৯৮৪), 'সতী' (১৯৮৯) ইত্যাদি। ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'পারমিতার একদিন' তাঁর আরেকটি জনপ্রিয় এবং একাধারে বিতর্কিত একটি কাজ। তাঁর এই সমস্ত সিনেমায় লক্ষ্য করা যাবে যে তিনি আধুনিক সময়ের মেয়েদের সময়োচিত মুক্ত এক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন বড় পর্দায়। ২০০২ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমা 'মিস্টার অ্যান্ড

মিসেস আইয়ার' তাঁর আরেকটি অন্যতম সেরা সৃষ্টি। এই সিনেমার জন্যও সেরা পরিচালক বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান তিনি। এছাড়া আরও ফিল্মগ্রাফির মধ্যে রয়েছে-

- 36 চৌরঙ্গী লেন (1981),
- পারোমা (1985),
- সতী (1989),
- পিকনিক (1989),
- যুগান্ত (1995),
- পারোমিতার এক দিন (2000),
- মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার (2002),
- দ্য ওয়াইফেনিউ (1502),
- দ্য পার্ক (2010),
- ইতি মৃণালিনী:(2010),
- গয়নার বকশো (2013),
- শাড়ি রাত (2015),
- আরশিনগর (2015),
- সোনাটা (2017),
- ঘাওরে বাইরে আজ (2019)।

পরিচালক এবং লেখক হিসেবে চলচ্চিত্র তালিকা :

চলচ্চিত্র	**বছর**	**চলচ্চিত্র**	**বছর**
৩৬ চৌরঙ্গী লেন	১৯৮১	পারমিতার এক দিন	২০০০
পারোমা	১৯৮৪	মিঃ এবং মিসেস আইয়ার	২০০২
সতী	১৯৮৯	১৫ পার্ক অ্যাভিনিউ	২০০৫
যুগান্ত	১৯৯৫	গুলেল	২০০৫

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় অপর্ণা সেন পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সিনেমা সম্পর্কে আলোচনা করা হল : অপর্ণা সেন অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমা পরিচালনা করেন এবং বাংলা সিনেমাজগতের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন। সেন যে সময়ে পরিচালনায়ে নাবেন তখন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মহিলা পরিচালিকা ছিলনা বললেই চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা ক্যামেরার পিছনে কাজ করতেন না। তাদের দেখা যেত সিনেমার পর্দায় পন্যদ্রব্য ও কাম লালসার পাত্রী হিসাবে। কিন্তু এই চিন্তাধারা পথভঙ্গ করলেন অপর্ণা সেন। তিনি অভিনেত্রী সাথে পরিচালনা ও শুরু করেন। এবং নারী সমাজকে পরিচালনা পথে অগ্রসর হতে অণূপ্রেরণা যোগান। তখনকার দিনে কিছু সংখ্যক মহিলাই ভারতে পরিচালনা শুরু করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সেন। তবে বর্তমানে ডিরেকশানের ক্ষেত্রে এক নব তরঙ্গ দেখা দিয়েছে যেখানে মহিলারা সিনেমা পরিচালনা করতে এগিয়ে আসছেন। তিনি পরিচলার নতুন পথের দিশা উন্মাচন করেন। তার সিনেমা বানিজ্যিক সফলতা অর্জন করে।

তিনি বাংলা সিনেমাজগতে তার কাজের জন্য জানা যায়। তিনি সফলতা অর্জন করেছেন ৩৬ চৌরঙ্গী লেন, সতী, য়ুগান্ত, পারমিতার একদিন, দ্যা জাপানিস ওয়াইফ, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এর মত পথভঙ্গ সিনেমা করে। অপর্ণা সেন আমাদের সময়ের সবচেয়ে উচ্চমানের এবং বুদ্ধীমত্বা পরিচালিকার মধ্যে একজন।

৩৬ চৌরঙ্গি লেন

মুক্তি- ২৯ আগস্ট ১৯৮১

পরিচালক ও রচয়িতা -অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে -জেনিফার কেন্ডাল,দেবাশ্রী রায়,ধৃতিমান চ্যাটার্জী,জেফ্রি কেন্ডাল

বিষয় পর্যালোচনা: এটি অপর্ণা সেনের পরিচালক হিসাবে প্রথম ছবি। ১৯৮১ সালে তার পরিচালনায় প্রথম ছবি হল ৩৬ চৌরঙ্গী লেন। একজন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান শিক্ষকের জীবন কে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এই ছবিতে। এই সিনেমায়ে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন জেনিফার কেন্দাল ও দেবশ্রী রায় । এই ছবি অপর্ণা সেনের প্রথম *পরিচালিত* সিনেমা কিন্তু এই ছবিতে তিনি তার একজন পরিনত পরিচালকের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির বিষয়ে এক অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান মহিলার নিঃসঙ্গতা যা বিষয় হিসাবে *আন্তর্জাতিক* কিন্তু ৮০ র দশকে ভারতীয় সামাজিক জীবনে অপ্রাসঙ্গিক হয়তো। তবু নিজের *অভিজ্ঞতার* স পক্ষে তার চিত্রনাট্য ও যথাযথ চরিত্রয়ানের চেষ্টা, অসংখ্য খন্ডদৃশ্যের পাশাপাশি দক্ষ ডিজিটালের কাজ ফুটিয়ে তুলে অপর্ণা সেন এই সিনেমার জন্য সমলোচকদের এবং দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তিনি এই ছবির জন্য যে বিভিন্ন পুরুষ্কার পান তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল 'golden eagle awards for the best feature film' at the manila international film festival & 'best director awards'

পরমা (১৯৮৪)

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা - অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে - রাখী, অপর্ণা সেন, অনিল চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর দে,মুকুল শর্মা

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেন এর পরবর্তী পরিচালিত সিনেমা হল পরমা। এই ছবিতে। এই ছবিতে ডিরেকশান দেওয়ার পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছিলেন। এই সিনেমায় তিনি একজন ৪০বছর বয়সী বিবাহিতা মহিলা। প্রথমবার এই সিনেমাতে তিনি এক্সট্রা মেরেটিয়াল রিলেসানশিপ ব্যাপারটিকে খুব সুন্দর ভাবে সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এটি একটি নারীবাদী ছবি। একটি মেয়ের ছোট থেকে মা হওয়া অবধি প্রতিটি ধাপে ধাপে বিভিন্ন সম্পর্কগুলির জন্য যে দায়িত্ব এবং ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে কতকগুলি চরিত্র অজান্তে পালন করে, তাহলে আসল নারীটি কে? এবং পরম একটা অবস্থানে গিয়ে যখন সে পৌছালো তখন তার শেষ অবধি পরিচয় কি হল তার ভাবনা থেকে তিনি এই সিনেমা করেন এবং নামে রাখেন পরমা।

সতী (১৯৮৯)

পরিচালক - অপর্ণা সেন

প্রযোজক -এনএফডিসি

চিত্রনাট্যকার -অপর্ণা সেন, অরুণ ব্যানার্জী

কাহিনীকার -কমল কুমার মজুমদার

শ্রেষ্ঠাংশে - শাবানা আজমি,অরুণ ব্যানার্জী,কালী ব্যানার্জি,প্রদীপ মুখোপাধ্যায়,অরিন্দম গাঙ্গুলী

সুরকার - চিদানন্দ দাসগুপ্ত, চন্দন রায়চৌধুরী

চিত্রগ্রাহক - অশোক মেহতা

সম্পাদক -শক্তিপদ রায়

মুক্তি - ২৩ নভেম্বর ১৯৮৯

বিষয় পর্যালোচনা : তার পরিচালিত পরবর্তী সিনেমা সতী। এই সিনেমার মুখ্য চরিত্রে ছিলেন সাবানা আজমি। ভারতীয়দের টিপিক্যাল কিছু চিন্তাধারা এই সিনেমায় তিনি ভীষন সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে একটি ইয়ং ব্রাহ্মন মেয়ে। এই মেয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তৎকালীন সময়ের সংস্কার কুসংস্কার এবং নানা সামাজিক বিধি নিষেধের এক ছবি। দুটি মূক প্রাণীর মধ্যে একটি জ্ঞাপন। অদ্ভূত নিঃশব্দ একটি আদানপ্রদান। দুটি মূক প্রাণীর মধ্যে নীরব প্রেম একটি গাছ এবং একটি মেয়ের মাঝে।

চলচ্চিত্রটিতে প্রদর্শীত নারীর অবস্থান পর্যালোচনা -অপর্ণা সেন বিষয়বস্তু চয়নে সম্পূর্ণ ভারতীয়। এ ছবিতে তিনি সমসাময়িক নন । একটি মূক মেয়েকে সম্প্রদান করার মতো পাত্র জোটেনা। সুপাত্র না জুটলেও সমাজে দুষ্কৃতির অভাব নেই। জগতের প্রানের হিল্লোলে সে শব্দময় হয়ে উঠতে পারেনা। তাই তার আশ্রয় হয় নির্বাক সেই প্রাণসত্বা- একটি বটবৃক্ষ। ঝড়ে গাছটি উৎপাটিত হলে মেয়েটির *আবেগ – অনুভূতিগুলোও* তার ই নীচে চাপা পড়ে মারা যায়। এও তো একধরনের সহমরন। বহু দম্ভিক পরবর্তী বহু পরিবর্তনে সেন মূক নারীর যে অসহায় কাহিনী ফুটিয়ে তুললেন তা একই সঙ্গে বেদনা করুন ও বিদ্রুপে বলিষ্ঠ। এই সিনেমার জন্য তিনি জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন।

যুগান্ত (১৯৯৫):

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা -অপর্ণা সেন

প্রযোজক - এনএফডিসি

অভিনয় - অঞ্জন দত্ত, রূপা গাঙ্গুলি

প্রকাশ সময় -১৯৯৫

বিষয় পর্যালোচনা : সতীর পর অপর্ণা সেনের পরবর্তী পরিচালিত সিনেমা হল যুগান্ত। তিনি একি সঙ্গে এই সিনেমার লেখিকাও। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অঞ্জন দত্ত এবং রুপা গাঙ্গুলি। *সমালোচকরা বলেন* যুগান্ত এখনো পর্যন্ত সেনের সবচেয়ে *পরিণত* ছবি, সবচেয়ে অ্যাডাল্ট ছবি, সম্পূর্ণ মর্ডান ছবি। এই বাংলা ছবিটি অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাবে এমন একটি সিনেমা যুগান্ত। এই ছবির মাধ্যমে অপর্ণা সেন আমাদের জীবনের আর একটি দিক তুলে ধরেছিলেন সিনেমার পর্দায়। দুটি মুখ্য চরিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখলাম আমাদের নিজের জীবনের কিছু চাওয়া পাওয়া। এই সিনেমায়ে সবথেকে সিম্পেথেটিক চরিত্রে রয়েছে স্বামী দীপক এবং মেয়েটি ভীষণ ইনসেন্ট যে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে এমন একটি চরিত্রে আছে। পৃথীবিকে মেটাফর হিসাবে দেখান হয়েছে যেভাবে পৃথীবিতে ক্রমশ যুদ্ধবিগ্রহ বেড়ে চলেছে, পৃথীবির পরিবেশ নস্ট হয়ে যাচ্ছে সেভাবে যে মেয়েটি শিশুর মত সরল সে প্রাণবন্ত কারিয়ারের জন্য ক্রমশ বিলীন হয়ে যাছে। বর্তমানে সমাজ যেভাবে ভাঙ্গছে সেভাবে পৃথীবিটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ছবি স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী একটি দুর্দান্ত সিনেমা।

যুগান্তর শেষ দৃশ্যটিতে গভীর দার্শনিক বোধের স্বাক্ষর রেখে যান পরিচালিকা। সমুদ্রের জলে আগুন, অনির্বান আগুনের শিখা, তার দিকে দীপুর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া, চূড়ান্ত মিলনের জোৎস্না মাখা পার্থিব

আদর আর তার আড়ালে লুকোনো শানিত অস্ত্রবুদ্ধির বৈষায়িতাকে ফেলে দীপুর আত্মদহন ও আত্ম অণ্বেষণ সুলভ একধরেনের ইন্টিরিয়র সিনেমা হয়ে ওঠে যুগান্ত।

পারমিতার একদিন(২০০০) :

পরিচালক -অপর্ণা সেন

রচয়িতা- অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে -ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত,অপর্ণা সেন,সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মুক্তি - ৮ জানুয়ারি, ২০০০

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেন পরবর্তী পরিচালিত ছবি হল পারমিতার একদিন। এবং তিনি এই ছবির লেখিকাও। এই সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে অপর্ণা সেন নিজে এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এই সিনেমার বিষয়বস্তু হল বন্ধুত্ব এবং একাকিত্ব। এটি একটি নারীবাদী সিনেমা । শিক্ষা, আধুনিকতা এবং মনোভাব ইত্যাদি কিভাবে মহিলাদের চিন্তাধারা এবং সম্পর্ককে বদলে দিতে পারে তা নিয়ে এ সিনেমা।

চলচ্চিত্রটিতে প্রদর্শীত নারীর অবস্থান পর্যালোচনা-পারমিতার একদিন সম্ভবত অপর্না সেনের সবচেয়ে দর্শক সমাদৃত ছবি। কাহিনিতে নাটকীয়তা আছে, দ্রুতি আছে, পরিণতিতে নারীর পছন্দ মত জীবন নির্বাচনের সম্মানিত অধিকারের ইঙ্গিত আছে। শাশুড়ি সনকার শ্রাদ্ধ বাসরে পারমিতা তার প্রথম বিবাহ জীবনের কথা ভাবে; স্মৃতি রোমান্থনে উঠে আসে তার পূর্বাতন স্বামী বীরেশ, শাশুড়ি সনকা, সনকার বাল্যবন্ধু মনিময়। ক্রনিক সিজোফ্রেনিয়ার দ্রুন তার ননদ খুকু এবং পারমিতা বীরেশের সন্তান পঙ্গু বাবলুকে ঘিরে জীবনের নানা খণ্ডিত দৃশ্য। কাহিনিতে পারমিতার সঙ্গে তার স্বামী বীরেশের এবং সনকার সঙ্গে তার স্বামীর মানসিক ব্যবধান স্পষ্ট। মণিময় সনকাকে গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু সময় পাল্টেছে। তাই পারমিতা তার মন মতো সঙ্গী রূপে রাজীব কে নির্বাচন করে। একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে আরেকটা সম্পর্কে নিগূঢ়, সমাজ স্বীকৃত, সম্মমানিত, পূবর্তন শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ীর শ্রাদ্ধবাড়িতে উপস্থিত থাকা আজও সমালোচিত। অপর্ণা সেন আরেকবার আধুনিকতার সংজ্ঞা আমাদের সামনে মেলে ধরেন। ছবিতে টাইম এবং স্পেস বার বার পরিবর্তিত এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র মোবাইল ফোন। পারমিতার ঘন ঘন মোবাইল ফোন বেজে ওঠায় তার অতীত থেকে বর্তমানের সর্বত্তোরণ দর্শক কেও স্তম্ভিত করে তোলে। অন্তিম দৃশ্যে লং টপ শট এ দেখা যায় রাজীব পারমিতার গাড়ীটা গলি থেকে বেরিয়ে ট্রাফিক এর স্রোতে মিশে যায়। এইভাবে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্র্যাজেডি পেরিয়ে বৃহত্তর জীবন সত্যে অবগাহন করাতেই জীবনের সার্থকতা। এই ছবি জাতীয় পুরুষ্কার অর্জন করে বেস্ট বাংলা ফিচার ফিল্ম হিসাবে। সেন এই সিনেমার জন্য তিনি কালাকার পুরষ্কারে সন্মানিত হন এবং বেস্ট ডিরেক্ট্রের খেতাব হাসিল করেন।

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার (২০০১):

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা - অপর্ণা সেন

প্রযোজক - এন, ভেঙ্কটেসন ও রূপালী মেহতা

অভিনয় - রাহুল বোস, কঙ্কনা সেন শর্মা

সঙ্গীত - জাকির হোসেন

বিতরণ করেছেন

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেনের অন্যতম বিখ্যাত সিনেমা হল 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার'। এই ছবিতে তিনি ডিরেকশানের পাশাপাশি লেখিকাও। এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে কঙ্কনা সেন শর্মা এবং রাহুল বোস। এই সিনেমায় হিন্দি, বাংলা এবং তামিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিকে কেন্দ্র করে এই ছবিটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে একটি মেসেজ ছুড়ে দিয়েছেন অপর্ণা সেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার, কৌলিন্যতা আমাদের পদে পদে বিচরণ করলেও এর বাইরেও একটা *সত্ত্বা* আছে আমাদের তা হল মানবিকতা। এই ছবিটিতে আমাদের সেই সত্ত্বাটির ধীরে ধীরে উত্তরন ঘটে। দক্ষিণ ভারতীয় আইয়ার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি বিবাহিতা মহিলা তার কয়েক মাসের শিশুপুত্রকে নিয়ে কোলকাতার বাসে ওঠেন। বাসযাত্রাকালীন একটি অপরিচিত পুরুষ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। দীর্ঘ যাত্রায় ছেলেটি অনেক ভাবে তাকে সাহায্য করে এবং তারা পরস্পরের কাছে অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। মাঝপথে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপর হামলা চলাকালীন জানা যায় ছেলেটি মুসলিম। এরপর ক্রমানয়ে গৃহবধূটি তার রক্ষণশীল মনোভবের বেড়া ভাঙ্গিয়ে প্রকৃত মানবিকতা স্তর উত্তীর্ণ হয় এবং দাঁঙ্গাবাজদের কাছে পরিচয় দেয় মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার হিসাবে। অপর্না মতে এই ছবিটির মূল পটভূমি কেবল সাম্প্রদায়িক নয় এটি বিশেষ সম্পর্কের ছবি। ছবিটিতে কিভাবে একটি রক্ষনশীল মেয়ের সঙ্গে একটি মুসলিম ছেলের এমন এক মানবিক সম্পর্কে গভীরতা সৃষ্টি হয় যার মাঝে জাত, ধর্ম কোনো বাধার সৃষ্টি করেনা। এই সিনেমার জন্য তিনি অনেকগুলি পুরষ্কার পান। সেগুলি হল English national award for best direction & Nargis dutt award for best feature film on national integration

১৫ পার্ক এভিনিউ(২০০৫):

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা - অপর্ণা সেন

প্রযোজক - বিপিন ভোহরা

অভিনয় - শাবানা আজমি, কঙ্কনা সেন শর্মা, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, ওয়াহিদা রেহমান, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, রাহুল বোস

কানওয়ালজিৎ সিং

মুক্তির তারিখ- ২৭ অক্টোবর ২০০৫

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেনের পরবর্তী পরিচালিত সিনেমা হল ১৫ পার্ক এভিনিউ। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছে কঙ্কনা সেন শর্মা, রাহুল বোস এবং সাবানা আজমি। এটি একটি প্যারালাল সিনেমা। ১৫ পার্ক এভিনিউ সব অর্থেই আধুনিক অ্যাডাল্ড ছবি। ছবিটির কাহীনি আবর্তিত হয় মিঠি বা মিতালী কে নামের মেয়েটিকে ঘিরে। মিঠি ঘটনা পরম্পরায় ধর্ষিত হওয়ার পর রক্তাত্ব জ্ঞানহীন শরীরটা হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন ৯২ ভাগ সে নিজের মনোজগতে বাস করছে। সে খোঁজ করছে। ১৫ পার্ক এভিনিউ এর বাড়িটির, যেখানে তার ৫ সন্তান এবং স্বামী জোজো বাস করে। মিতালীর একমাত্র অবলম্বন তার দিদি অঞ্জলি। ডিভোর্সি অঞ্জলির চোখ শুধু বোনের উপর। তার আচরনের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে সে। আবার সামলে নেয় মায়ের মতো। তার সহকর্মী সঞ্জীব যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে তা সে জানে তবু হাত স্পর্শ করতে সে সাহস পায়না বোনের কথা ভেবে। বরং ডাক্তার কুনালের সঙ্গে কথা বলে সে স্বস্তি পায়। অঞ্জলী মিতালীকে নিয়ে বেড়তে আসে পাহাড়ে। সেখানে দেখা যায় অঞ্জলির প্রাক্তন প্রেমিক জয়দীপের সঙ্গে। জয়দীপ তার দুই সন্তান ও স্ত্রী কে নিয়ে ছুটি কাটাতে আসে। জয়দীপ মিতালীকে দেখে স্তম্ভিত। ছবির

শেষে কোলকাতায় ফিরে জয়দীপ মিতালীকে খোঁজ করতে বেড়োয়। ১৫ পার্ক এভিনিউ এ খুঁজতে গিয়ে বিচ্ছন্ন হয় দু'জন। মিতালী আচমকা ১৫ নম্বর বাড়িটি দেখতে পায়। *স্বপ্নের* পথে হেঁটে ভেতরে ঢুকতেই ৫ শিশু এবং স্বামী জোজোকে পায় সে। বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে মিশিয়ে যায় সেই স্বপ্নের ভিতর। অঞ্জলি, ডাক্তার, জয়দীপ সেই স্বপ্নের হদিশ পায়না। গল্পো উপন্যাসে এই ধরনের কাহিনি নিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা চালান যায়। কিন্তু সেলুল্যেডের মতো ব্যয় বহুল মাধ্যমে অপর্ণা সেন সেই সাহস দেখেছেন তা অবশ্যই কৃতিত্বের।

দ্যা জাপানিস ওয়াইফ(২০১০):

পরিচালক- অপর্ণা সেন

চিত্রনাট্যকার - অপর্ণা সেন

কাহিনিকার - কুনাল বসু

অভিনয়-রাহুল বসু,রাইমা সেন,মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

সুরকার - সাগর দেসাই

মুক্তি - ৯ এপ্রিল ২০১০

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেনার পরবর্তী পরচালিত ছবি হল দ্যা জাপানিস ওয়াইফ একটি অস্বাভাবিক প্রেমকাহিনি। এই সিনেমার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাহুল বোস, রাইমা সেন, ছিগুয়াসু টাকায়ু, মৌসুমী চ্যাটার্জী।

এই সিনেমার গল্পটি সংকলিত কুনাল বসুর ছোটগল্প থেকে। যা সেন লঞ্চ করেন ৪ই ফেব্রুয়ারি মুম্বাইতে। তিনি গল্পটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলেন যে এটি নিয়ে সিনেমা করবেন এবং তা নিয়ে ফিচার ফিল্ম করার অনুমতি ও চেয়ে ফেলেন কুনাল বসুর কাছ থেকে। সেই ছবির নতুন নামকরণ করেন 'দ্যা জাপানিস ওয়াইফ'। পরবর্তীকালে প্রকাশকের ও নাম পছন্দ হয়ে এবং তিনি এই বইয়ের নাম রাখেন 'দ্যা জাপানিস ওয়াইফ।

ছবিটির বিষয় হল একজন বাঙালি শিক্ষক এবং একজন জাপানি মহিলাকে নিয়ে, তারা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকোথন করতেন ইংরেজিতে ভাষায় অনেক কষ্ট করে। এইভাবে তারা তাদের ভালোবাসাকে ব্যক্ত করতেন চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে। জাপানি মহিলা অত্যন্ত জটিলতার সঙ্গে তার প্রেমিকের নাম উচ্চারণ করতেন 'স্নেহময়' সেনের এই ছবিটি করার প্রধান উদ্দেশ্য হল তিনি তার এই সিনেমার মাধ্যমে প্রেমের নিরীহ ও পবিত্র রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সিনেমার শ্যুটিং করা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের সুন্দরবনে এবং জাপানে। স্নেহময় (রাহুল বোস) এক লাজুক ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেন যিনি নিজেকে নিজে রক্ষা করতেন এবং নিজেই নিজেকে সামলাতেন। তিনি বড় হয়েছেন নিজের মাসির কাছে সুন্দরবনের এক গ্রামে। এইভাবে ধীরে ধীরে স্নেহময় এবং ম্যাগী বন্ধুত্ব পরিণত প্রেমে পরিণত হয়ে। বেশ কিছু বছর পর স্নেহময়র মাসি তার বিয়ে ঠিক করে তার ছোটবেলার বান্ধবীর মেয়ে সন্ধ্যা র (রাইমা সেনেরা) সাথে। এই বিষয়টি যখন ম্যাগী শোনে তখন ম্যাগী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলে। ফলে স্নেহ সন্ধ্যার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং তার জাপানী প্রেমিকা বিয়ে করেন। পরবর্তা কেলে স্নেহময় খুব ভালো স্বামীতে পরিণত হয়ে।

কিছু বছর পর স্নেহময়ের জীবনে সন্ধ্যা ফিরে আসে, সে একজন বিধবা এবং তার সাথে রয়েছে তার একটি ছেলে। স্নেহময় তাদের দেখভাল করে খেয়াল রাখে।

১৫ বছর পর স্নেহময় ম্যাগীর কাছ থেকে একটি চিঠি এবং ঘুড়ি পায়। চিঠিতে ম্যাগী লেখে যে যদি তারা দেখা করত তাহলে তাদের আজ ১৫ বছরের ছেলে থাকত এবং সে এই ঘুড়িটি ওড়াতো।

এই সিনেমায় রাহুল বোস অসাধারণ অভিনয়ের প্রমাণ রাখেন। এটি সেনের পরিণত সিনেমার মধ্যে একটি। এই সিনেমা বেস্ট ফিচার ফিল্ম এর জন্য পুরষ্কারে সন্মানিত হয় কানাডাই কালগারী চলচ্চিত্র উৎসবে।

গয়নার বাক্স(২০১৩):

পরিচালক- অপর্ণা সেন

প্রযোজক-শ্রীকান্ত মোহতা ও মহেন্দ্র সোনি

অভিনয়- মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়, কঙ্কনা সেন শর্মা, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সুরকার - দেবজ্যোতি মিশ্র

মুক্তি - ১২ এপ্রিল ২০১৩

বিষয় পর্যালোচনা: অপর্ণা সেন পরিচালিত সিনেমা হল গয়নার বাক্স। এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরত্রে রয়েছেন মৌসুমী চ্যাটার্জী এবং কঙ্কনা সেন শর্মা। এছাড়া রয়েছেন শ্রাবন্তী, শাশ্বত, পরাণ *বন্দ্যোপাধ্যায়* এবং অপরাজিতা। এটি একটি মনোরঞ্জনমূলক ম্যাজিকাল সিনেমা।

সেন তার সিনেমায়ে প্রত্যেক বার কিছু না কিছু নতুন নিয়ে আসেন। এটি কারিকার্য করা গয়নার বাক্স, বাক্স ভরা গয়না আর তিন প্রজন্মের তিন নারী সোমলতা, চৈতালী, এবং রাসমনি এদের নিয়ে ছবি। শীর্সেন্দু মুখোপাধ্যার উপন্যাস গয়নার বাক্স। গয়নার র সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক আজকের নয় যুগ যুগ ধরে কখনো তাদের শৃঙ্গার কখনো তাদের অঙ্গের শোভা আবার কখন দুর্সময়ের সম্বল এই স্ত্রী ধন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক বদলেছে যেমন বদলেছে মেয়ের সামজিক অবস্থান। এই ছবিতে একটি গয়নার বাক্সর সঙ্গে এই তিন প্রজন্মের তিন নায়িকার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে সেই বিবর্তনের চেহারা এই সিনেমায়। এটি সেনের একটি বিনোদন প্রদানকারী সিনেমা। এই ছবিতে পরাশক্তি অভিনয়কারী কঙ্কনা সেন শর্মাকে আবার তার মায়ের সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায়। আর সেন জানেন যে কিভাবে তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে ভালোটা পেতে পারেন। কঙ্কনা একজন ভিত বিবাহিত মহিলার চরিত্র অভিনয় করেছেন, যে তোতলামি করে। কক একজন স্বতঃস্ফূর্ত নায়ক। সে তার চরিত্রটকে খব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছে।

জাপানিস ওয়ায়িফ সিনেমার পর অপর্ণা সেনের এই ছবিতে মৌসমি চ্যাটার্জী আবার সিনেমার প্রধান চাবিকাঠির চরিত্রে অভিনয় করেন। তার অভিনীত চরিত্রে টি হল পিসিমা, একজন ভূত। তিনি তার অসাধারণ অভিনয়ের দ্বারা সিনেমাকে মনোরঞ্জন দান করেন। তার কমেডি সমলোচক এবং দর্শকদের সমাদৃত। তিনি তার অভিনয়ের জন্য প্রচুর প্রসংশা কুড়িয়েছেন। তিনি এই সিনেমায়ে একজন অত্যাধিক হাসিখুসি কুখ্যাত ভূত। একই সিনেমায় ভূত এবং থ্রিলার র অনুভূতি দর্শকরা খুব ভালোবাসে। তাছাড়া বর্তমানে এই ধরনের ছবি টলিউডের নতুন ট্রেন্ড। অনেক ভূতের ব্যাপার আছে এই সিনেমায়। এই সিনেমাকে আকর্ষনীয় করে তুলতে সেন খুবই সুন্দর সেট তৈরী করেন এবং আকর্ষনীয় লাইটিং র ব্যবহার সিনেমাকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। এই ছবিতে প্রাণচ্ছল অভিনয়ে করেছেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ূষ গাঙ্গুলি, মাণষী, অপরাজিতা ওধ্যা এবং আরও অনেকে। সকলে তাদের অসাধারন প্রতিভার প্রমান এই সিনেমায়। film making is a strenuous job but with such gifted actors around, my job was easy, said Aparna sen. এই সিনেমার সংগেত পরিচালক হলেন দেবজ্যোতি মিশ্র এবং এছারা এই সিনেমায়ে ২টো র‍্যাপ গেয়েছে। এটি সেনের প্রথম ছবি যেখানে তিনি ২টি র‍্যাপ ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষায় যেটি কবি গান বা তর্জা নয়। সিনেমার টাইটাল গান গেয়েছেন উপাল ও অনিন্দ্য এবং লিখেছেন সৃজাত।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও অপর্ণা সেনের ছবিতে নারী অবস্থান: বিখ্যাত ভারতীয় পরিচালক লেখিকা এবং অভিনেত্রী অপর্ণা সেন পরিচিত সমাজে নারী অবস্থার প্রকৃত চিহ্নিতকারী হিসাবে। তিনি

সবসময় সমাজে পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, শোষিত নারী অবস্থান বিষয়ে উদ্বিগ্ন। অপর্ণা সেনের ছবিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নারী চরিত্র। তার সিনেমায় সমাজে নারীর অধিকার ও সন্মান রক্ষার বিষয়টি বার বার উঠে এসেছে। তার পরিচালিত সিনেমায় নারী কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ নারীরাই ছবির নায়ক। তিনি তার ছবিতে নারীর ক্ষমাতায়ন বা নারী মননের দিকে বেশি জোড় দিয়েছেন। তার সৃষ্টি নারী নির্ভীক, উন্মুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক।

অপর্ণা সেন তার পরিচালিত সিনেমায় নারী চরিত্র বারংবারং প্রস্ফূটিত হয়েছে। নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে তার সিনেমা গড়ে ওঠে। তিনি নারী অধিকার সমর্থন নিয়ে বহু সিনেমা করেছেন। তিনি তার নারী কেন্দ্রীক চিত্ররুপায়ণের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এক নারীবাদী চিন্তাধারার পথকে প্রশস্ত করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের আধিপত্য তৈরি করতে তিনি অনন্য।

অপর্ণা সেনের সিনেমাগুলি মহিলা পরিচয় তৈরির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের মতে আজ অবধি সেনের মত ডিরেক্টর খুবই হাতে গোনা, যারা ভারতের মহিলাদের মহিলা চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নিয়ে গিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রস্ফূটিত করেছেন।

তার সমস্ত সিনেমার চিত্রিত হয়েছে নারী চরিত্রের নিজস্ব পরিচয়, এই পরিচয় দিয়ে সিনেমার পরিচয় তৈরী হয়েছে যা সিনেমাগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। প্রত্যেকটি সিনেমা নিজের নামের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার চরিত্রের নামে ব্যক্তিগত পরিচয় তৈরী করেছে একইভাবে।

তার নারীবাদী সিনেমাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল –'৩৬ চৌরঙ্গী লেন', 'পরমা', 'পারমিতার একদিন', 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার', '১৫ পার্ক এভিনিউ' প্রভৃতি। সেন তার এই সিনেমাগুলি দ্বারা ভারতে নারীবাদী আন্দোলনকে প্রস্ফুটিত করেন। সেন নারীবাদী বিষয় সহানুভূতিশীল হওয়ার কারন হল তিনি এই নারী অধিকার কে মানবঅধিকার বলে মনে করেন। এই নিম্নলিখিত সিনেমাগুলির মধ্যে তার পরমা হল সুবচেয়ে নারীবাদী সিনেমা। কারন পরমার মত ঘটনা যে কোন নারীর সাথে ঘটতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি নারীবাদী মশীহ নন তবে তবে নারী কে ইতিবাচক আলোর রূপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অনেকে মনে করে নারী শুধুমাত্র দঃখিত বিষয় নিয়ে সিনেমা করতে পারে। নারী রা যে পুরুষের মত সম ভাবতে পারে বা তারা কথাও পুরুষের চেয়ে কম নয় তা প্রমাণ করে দেন সেন। তিনি তার সিনেমার মাধ্যমে নারী চরিত্রগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তার বিভিন্ন সিনেমায়- তা ৩৬ চৌরঙ্গী লেন সিনেমার অ্যাংলো জেনিফার এর নিঃসঙ্গতা হোক কিংবা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার ছবিতে কঙ্কনা সেন শর্মা র তামিলিয়ান ব্রাহ্মণ চরিত্র হোক বা পারমিতার একদিন এ সেনের নিজস্ব চরিত্র একজন উত্তর ক্যালকাটার হাউস ওয়াইফ র চরিত্র হোক। তিনি যে শুধুমাত্র নারীদের তার সিনেমায় গভীর ভাবে সন্মান করেন তা নয় তাদের নৈতিকশক্তিকে সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করেন।

তিনি তার ছবিতে ভালোবাসাকে বিভিন্ন রুপে প্রকাশ করেছেন- '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' সিনেমায়ে অবৈধ ভালবাসা, 'পরমা' সিনেমায়ে বহির্মুখী প্রেম, 'দ্যা জাপানিস ওয়াইফ' ছবিতে বিশুদ্ধ ভালোবাসা, 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' সিনেমাতে দাঙ্গার সময় ভালোবাসা, 'পারমিতার একদিন' ছবিতে শাশুড়ি এবং বউমার বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসা প্রভৃতি নানান রুপে তিনি তার সিনেমায় ভালোবাসাকে চরিতার্থ করেছেন।

তিনি যে শুধুমাত্র তার সিনেমাতে নারী চরিত্রকে শক্তশালী রুপে রুপায়ণ করেছেন তা নয়। তিনি তার ছবিতে নারী অধিকার রক্ষা ও তাদের অধিকারকে সমর্থন করার মত প্রেমময় পুরুষ চরিত্র চিত্রিত করেছেন

যেমন দ্যা জাপানিস ওয়াইফ সিনেমায় রাহুল র স্নেহময় চরিত্র কিংবা পারমিতার একদিনে রাজেশ শর্মা চরিত্র বা ইতি মৃণালীনি ছবিতে কৌশিক সেন চরিত্র প্রভৃতি মনে রাখার মত চরিত্র।

তবে তার সিনেমা পরিচালনার ধরন অন্যান্য পরিচালকদের থেকে ভিন্ন। তিনি চাক্ষুষ এবং মৌখিক সঠিক সংমিশ্রনের প্রকৃষ্ট উধাহরণ। কিছু ডিরেকটরদের দর্শকরা ভালোবাসেন তাদের অনবদ্য ব্যঙ্গকারী সংলাপের জন্য আবার কিছু পরিচালকদের ভালোবাসেন তাদের বিস্ময়কর চাক্ষুষ চিত্রাবলীর জন্য কিন্তু সেনের মধ্যে সিনেমা তৈরীর দুই দিকই বজায় রয়েছে।

অপর্ণা সেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাপ্তি ও সন্মান : একজন সফল চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর জনপ্রিয় পত্রিকা 'সানন্দা'র সম্পাদক। তিনি সম্পাদক হিসেবে ১৯৮৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৮৯ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি জুরির সদস্য ছিলেন। ২০০৮ সালে, তিনি এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন পুরস্কারে আন্তর্জাতিক জুরিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৩ সালে লাদাখ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জুরির প্রধান ছিলেন অপর্ণা সেন। ২০০৫ - ০৬ এ তিনি কলকাতা টিভিতে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১১ সালে সারদা গ্রুপ প্রকাশিত 'পরমা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অপর্ণা সেন।

অপর্ণা সেন এখনও পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নয়টি পুরস্কার জিতেছেন।ন'টি জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলার চলচ্চিত্র সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার পেয়েছেন কখনও অভিনয়, কখনও চিত্রনাট্য, আবার কখনও বা পরিচালনার জন্য। ২০০১ সালে সেরা অভিনেত্রীর জন্য পেয়েছিলেন আনন্দলোক পুরস্কার। কলাকার পুরস্কার পেয়েছেন ২০০০ সালে 'পারমিতার একদিন' এবং ২০১০ সালে 'ইতি মৃণালিনী' সিনেমার জন্য সেরা পরিচালক বিভাগে। এছাড়াও ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন বহুবার। ১৯৮৭ সালে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য অপর্ণা সেনকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

উপসংহার: দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে বরাবর সোচ্চার অপর্ণা সেন। রাজনীতির বহু পালাবদল দেখেছেন চোখের সামনে। এমনকি তাঁর পরিচালনাতেও বারবার উঠে এসেছে যুদ্ধ ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের গল্প, জায়গা পেয়েছে নারীবাদের আসল মনস্তত্ত্ব। অপর্ণা বারবার বলেন, ফেমিনিস্ট না হয়ে আন্দোলন হিউম্যানিস্ট হতে পারত। বারবার তাই নারীবাদকে নিজের মতো করে ভেঙেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, কখনও নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। নারীবাদ আন্দোলনের সময় যে ক্ষিপ্রতা, যে গতির প্রয়োজন ছিল তা সাধারণ জীবনে এসে হয়তো অন্য রূপ নেয়।

অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্র ভাবনা বাংলা সিনেমাজগতে এক নবতরঙ্গ এর সূচনা করেছেন। তিনি চলচ্চিত্র জগতে নিউওয়েব এবং প্যারালাল সিনেমার সংমিশ্রন ঘটান। তার মর্ডান চিন্তাধারা, শিল্পস্বত্বা মনোভব, মর্ডান স্টাইল, আচার ব্যবহার নব মেয়েদের প্রেরণা যোগায়। অপর্ণা সেন বাংলা সিনেমাজগতকে এক নতুন জীবনে আলোকিত করেছেন যা পরবর্তি অভিনেত্রী ও ফিল্ম নির্মাতা দের উৎসাহ প্রদান করে। তিনি নিজে সতিজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করে বড় হয়েছেন, যে তাকে নিজে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সেই আজ সকল নারী অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের তথা সমাজের অনুপ্রেরণা।

তিনি তার সিনেমায় যে শুধুমাত্র নারী চরিত্র নিয়ে তুলে ধরেন তা নয়। নারীকে আবেষ্টিত সম্পর্কের জটিলতাগুলিকে তার সিনেমায় বর্নিত করেন। তার সৃষ্ট ছবিতে যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল যে কেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের পন্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে? তারা কি শুধুমাত্র কাম লালসার চাহিদা

মেটনোর বস্তু? কেন বিধবা মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়ে? কেন মহিলাদের অক্ষম সম্প্রদায় মনে করা হয়।

পরিচালক হিসেবে তার চলচ্চিত্র সৃষ্টি কেবল ভারতীয় সিনেমার গতিপথই নয়, ভারতীয় সিনেমা দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দিয়েছে, বিশেষ করে 'পারোমা'-এর মতো যুগান্তকারী ছবি, যেখানে প্রচলিত বিবাহিত জীবনে একজন অবিশ্বস্ত ব্যক্তির (মহিলা) দ্বিধা এত সংবেদনশীলতা এবং সততার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। এবং তারপরে 'পারমিতার এক দিন' এবং '১৫ পার্ক অ্যাভিনিউ'- এর মতো ছবি রয়েছে, যেগুলি যথাক্রমে প্রতিবন্ধী এবং স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত শিশুদের যত্নশীল এবং পরিবারের সদস্যদের জীবনের ব্যতিক্রমী সূক্ষ্ম চিত্রায়ন। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার এবং 'ঘাওরে বাইরে আজ'-এর মতো ছবিগুলিতে সেনের মৌলবাদ-বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

তিনি শুধুমাত্র অভিনেত্রী এবং পরিচালিকা হয়ে থেমে থাকেন নি। তিনি লেখিকা চিত্রনাট্য, সম্পাদনার এবং অনান্য কাজে নিজের পথ কে প্রশস্ত করেন। তার সিনেমা সাধারনত মহিলাকেন্দ্রিক যা নারী সমাজ কে অনুপ্রেরণা দান করে। তবে তিনি যে শুধু মাত্র মহিলাতান্ত্রিক ছবি করেন তা নয়। তার সিনেমায় একটা পজিটিভ মেসেজ থাকে। যা নারী তথা সমগ্র সমাজ কে সঠিক পথের দিশা দেখায়।

তথ্যসূত্র :

1. "অপর্ণা সেন — নিজের গভীরতায় ডুবে যাওয়া এক নদী" । জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা । ২৫ অক্টোবর ২০২০।
2. "ইতি মৃণালিনী"। 12 অক্টোবর 2020 এ মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে । সংগৃহীত 11 ডিসেম্বর 2009
3. পরমা এবং অন্যান্য বহিরাগত: অপর্ণা সেনের সিনেমা, লেখক: শোমা এ. চ্যাটার্জি। পারমিতা পাবলিকেশন্স, ২০০২। আইএসবিএন ৮১-৮৭৮৬৭-০৩-৫।
4. সিনেমার অ আ ক খ; লেখক: ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পা); প্রকাশক: বাণীশিল্প; সাল: ২০০৯.
5. হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা, রেনু সারান -ডায়মন্ড পকেট বুকস ২০১২,
6. আই এস বি এন ৮১২৮৮৩৭৬১৩, ৯৭৮৮১২৮৮৩৭৬১৬
7. নাসরিন মুন্নী কবির (২০০১) । বলিউড: দ্য ইন্ডিয়ান সিনেমা স্টোরি । চ্যানেল ৪ বই। আইএসবিএন ৯৭৮-০-৭৫২২-১৯৪৩-১.
8. অপর্ণা সেন সিদ্ধান্ত নেন (ভারতীয় চলচ্চিত্রে নারী), লেখক: রাজশ্রী দাশগুপ্ত। জুবান, ২০০৯।
9. ইন্ডিয়ান সিনেমা: নাসরিন মুন্নি কবির
10. 'অপর্ণা সেনের সর্বশেষ ছবি 'আরশিনগর' হল দেব অভিনীত 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর একটি বাংলা রূপান্তর" । সিএনএন-আইবিএন। ১ ডিসেম্বর ২০১৫।
11. "১৬তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৮৯)" । MIFF । ১৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা ।
12. "লাদাখ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জুরির প্রধান হবেন অপর্ণা সেন" । দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া । ১৩ জুন ২০১৩।
13. অপর্ণা সেনের সংবেদনশীলতার ২৫ বছর" । হিন্দুস্তান টাইমস । ৫ জানুয়ারী ২০০৬।